**সার্ক সাহিত্য উৎসব উদ্বোধন অনুষ্ঠান**

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

**শেখ হাসিনা**

বৃহস্পতিবার, ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৪, জাতীয় জাদুঘর, ঢাকা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সম্মানিত সভাপতি,

সহকর্মীবৃন্দ,

সার্কভুক্ত দেশসমূহের আমন্ত্রিত লেখক-সাহিত্যিকবৃন্দ,

সমবেত সুধিবৃন্দ।

আসসালামু আলাইকুম।

ভাষা আন্দোলনের মাস ফেব্রুয়ারিতে, ফাগুনের এই সুন্দর সকালে আমি আপনাদের সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

স্বাগত জানাচ্ছি বন্ধুপ্রতিম সার্কভুক্ত দেশগুলো থেকে আসা সাহিত্যিকদের।

বাঙালির জীবনে ফাল্গুন এক অন্যরকম অনুভূতি নিয়ে বার বার ফিরে আসে। এ মাসের সঙ্গে জড়িয়ে আছে বাঙালি জাতির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং আবেগময় ঘটনা।

১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসেই এদেশের দামাল ছেলেরা বুকের রক্ত দিয়ে মায়ের ভাষা বাংলার বিরুদ্ধে তৎকালীন শাসকগোষ্ঠির ষড়যন্ত্র রুখতে এবং বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠার দাবীতে অকাতরে প্রাণ দিয়েছিল।

একুশের সেই রক্তেভেজা পথ বেয়েই বাঙালি জাতীয়তাবাদের উত্থান, আমাদের হাজার বছরের সাংস্কৃতিক পরিচয়ের নবজাগরণ।

শিমুল-পলাশ ফোটা ফাল্গুন তাই বাঙালির কাছে একদিকে আবেগ ও আনন্দের মাস, অন্যদিকে দ্রোহের মাস।

আমি মহান ভাষা আন্দোলনের এ মাসে ভাষা শহীদদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। শ্রদ্ধা জানাচ্ছি ভাষা আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি। শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি মহান মুক্তিযুদ্ধের শহীদদের।

সুধি,

নদী-নালা-খালবিল পরিবেষ্টিত প্রাকৃতিক ঐশ্বর্যে ভরপুর বাংলাদেশ অনাদিকাল থেকেই সাহিত্য-সংস্কৃতির এক ঊর্বর লীলাভূমি। এদেশের মানুষ একদিকে যেমন দৃঢ়চেতা, কঠিন এবং সংগ্রামমূখর, অন্যদিকে মানবিক গুণাবলীতে কোমল, আবেগপ্রবণ।

অন্যায়, অনাচার ও অপশাসনের বিরুদ্ধে এ দেশের মানুষ অনাদিকাল থেকে সংগ্রাম করে এসেছে। মোঘল-পাঠান-বৃটিশ সব আমলেই বাঙালিরা আপশাসন, দূঃশাসন এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছে। দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টির পর তখনকার শাসকগোষ্ঠি যখন অন্যায়ভাবে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাঙালির উপর চাপিয়ে দিতে চাইল, তখনই গোটা জাতি এর বিরুদ্ধে ফুঁসে উঠল। সেদিনের তরুণ ছাত্রনেতা শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ১৯৪৮ সালে যে আন্দোলনের শুরু ১৯৫২ সালে বাঙালি বুকের রক্ত দিয়ে সেই আন্দোলনের পূর্ণমাত্রা অর্জন করেছিল।

তখন থেকে একুশ শুধু ভাষার অধিকার রক্ষার আন্দোলনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। একুশ আমাদের জাতীয় জীবনের দিকনির্দেশক হিসেবে আভির্ভূত হয়েছে। আমাদের মনন এবং মানবিক মূল্যবোধকে শাণিত করেছে। আমাদের অধিকারবোধকে সুতীক্ষ্ণ করেছে।

১৯৯৯ সালে আমাদের সরকার রাষ্ট্রক্ষমতায় থাকাকালীন ২১ শে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে জাতিসংঘ কর্তৃক স্বীকৃত হওয়ার এক নতুন মাত্রা পেয়েছে। বিশ্বের ১৯৩ দেশে আজ একুশে মাতৃভাষার রক্ষা ও উন্নয়নের অনুপ্রেরণা হিসেবে পালিত হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে আমি শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি প্রবাসী বাঙালি রফিক ও সালামের অসাধারণ উদ্যোগের কথা।

সুধিবৃন্দ,

বাংলার ঊর্বর ভূমি অসংখ্য কবি-সাহিত্যিকের জন্ম দিয়েছে। সেই মধ্যযুগ থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত এ ধারা অব্যাহত আছে। বাঙালি শিক্ষিত তরুণ কবিতার দু'টো লাইন লেখেনি, এরকম উদাহরণ খুব কমই আছে। বাংলার কোমল মাটি ও মানুষ আর প্রকৃতিই হয়ত বাঙালিকে ভাবুক করে তুলেছে। বাংলার বাউল, কবিয়াল, সাধক, বয়াতিরাও আমাদের সাহিত্য-সঙ্গীতকে সমৃদ্ধ করেছেন। বাংলার কামার-কুমার-সূতোরগণও এক একজন সৃষ্টিশীল শিল্পী।

সেকালের ফকির লালন শাহ, সিরাজ সাঁই বা একালের আব্দুল করিম, রাধারমন দত্ত প্রমুখ আমাদের মনোজগতকে শাণিত করেছেন।

মহাকবি আলাওল, আব্দুল হাকিম, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মাইকেল মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম, জসিমউদ্দিন, জীবনানন্দ দাশরা যুগে যুগে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন।

১৯১৩ সালে নোবেল পুরস্কার অর্জনের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে বিশ্বের কাছে তুলে ধরেছিলেন। স্বাধীন বাংলাদেশের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৪ সালে জাতিসংঘে বাংলায় বক্তৃতা দিয়ে আবারও এই ভাষাকে আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন।

সাহিত্য শুধু মানুষের সুকুমার বৃত্তিগুলোকেই জাগ্রত করে না। সাহিত্য মানব ইতিহাসের মহাসড়ক। এই মহাসড়ক ধরেই পৃথিবীর এক প্রান্তের মানুষের সঙ্গে অন্যপ্রান্তের মানুষের যোগাযোগ ঘটে।

ইতিহাস, ঐতিহ্য, এবং সাহিত্য-সংস্কৃতি-ভাষা বিবেচনায় সার্কভুক্ত দেশগুলো একইসূত্রে গাঁথা। ভৌগলিক সীমারেখা আমাদের ভূখ-গুলোকে আলাদা করলেও, এ অঞ্চলের মানুষেরা মনন ও  মানসিকতায় প্রায় একই রকমের।

সুধিবৃন্দ,

রাজনীতি বলেন আর সাহিত্যই বলেন, সবকিছুর মূল উদ্দেশ্য মানুষের জীবনমানের উন্নয়ন। এ অঞ্চলের প্রধান সমস্যা দারিদ্র্য। অথচ এটা হওয়ার কথা ছিল না। আমি বিশ্বাস করি আমরা এক হয়ে কাজ করলে সার্কভুক্তদেশগুলো দ্রুততম সময়ে দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র থেকে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হবে। আর এজন্য প্রয়োজন এ অঞ্চলের মানুষের মধ্যে নিবিড় যোগাযোগ স্থাপন।

আমরা রাজনীতিবিদরা এবং সাহিত্য অঙ্গণের মানুষেরা এই একটি জায়গায় এক হয়ে কাজ করতে পারি। আমি মনে করি মানুষে মানুষে, জাতিতে জাতিতে মেলবন্ধন সৃষ্টিতে সাহিত্য-সাংস্কৃতি জগতের মানুষেরা সবচেয়ে বেশি অবদান রাখতে সক্ষম। কারণ, সাহিত্য-সংস্কৃতি কোন সীমারেখা মানে না। মানুষে মানুষে যোগাযোগ সৃষ্টিই কেবল পারে আমাদের মধ্যে বিভেদ, বৈষম্য এবং অন্ধকার দূর করতে।

আরেকটি বিষয় আমি এখানে উল্লেখ করতে চাই। তাহলো, এ অঞ্চলে সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ এবং মৌলবাদের উত্থান। অশিক্ষা, অজ্ঞানতা এবং ধর্মীয় কূপমন্ডুকতা জঙ্গিবাদ ও মৌলবাদের উত্থানে সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করে। জঙ্গিবাদ এবং ধর্মীয় উগ্রবাদকে রুখতে না পারলে আমাদের অর্জনগুলো বিফলে যাবে। সাহিত্য-সংস্কৃতি অঙ্গনের মানুষদের এ দিকটায় বিশেষভাবে কাজ করার আহ্বান জানাচ্ছি।

আমি বিশ্বাস করি প্রকৃত জীবনমুখী সাহিত্যই পারে মানুষকে হিংস্রতা ও হানাহানির অন্ধকার থেকে আলোর পথে ফিরিয়ে আনতে।

আসুন, দক্ষিণ এশিয়াকে একটি দারিদ্র্যমুক্ত, শান্তিপূর্ণ অঞ্চল হিসেবে গড়ে তুলতে সবাই মিলে একসঙ্গে কাজ করি।

এমন একটি সুন্দর অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য আমি আয়োজকদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ধন্যবাদ জানাচ্ছি বাইরে থেকে আগত অতিথিবৃন্দকে। আপনাদের অবস্থান সুন্দর এবং আনন্দময় হোক এ প্রত্যাশা করে আমি সার্ক সাহিত্য উৎসবের উদ্বোধন ঘোষণা করছি।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।